০৪-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- লক্ষ্য রূপী সোপ বা সাবান দিয়ে আত্মা রূপী ময়লা কাপড় পরিষ্কার করো, পবিত্রতার ম্যানার্স ধারণ করো এবং অন্যদের ধারণ করাও"

প্রশ্ন:- কোন্ জাদুটি খুবই ফার্স্টক্লাস জাদু এবং কিভাবে ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় জাদু হল ফার্স্টক্লাস জাদু কারণ এই জাদুর দ্বারা আত্মারা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়, পতিত থেকে পবিত্র হয়। এই জাদুগিরি বাবা-ই শেখান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, শুধু ফলো করো তাহলেই তোমরা রাজার রাজা হয়ে যাবে। আত্মাকে পবিত্র করো তবে পবিত্র শরীরও প্রাপ্ত হবে । পুরানো তন-মন-ধন ইনশিওর (বিমা) করে দাও তাহলে নতুন প্রাপ্ত হবে। এমন সওদা সঙ্গমে একমাত্র বাবা-ই শেখান।

গান :- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ
জ্ঞানের সূর্য দিয়ে আলোকিত করো হে ভগবান...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। একদিকে হল সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্তি মার্গের ভক্তজন । অন্য দিকে হল তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান মার্গের আত্মারা। তারা ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর তোমরা জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছ, ভক্তির সিঁড়িতে নীচে নামছ। বাচ্চারা জানে অর্ধকল্প ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে যত ওঠে ততই নীচে নামতে হয়। তারপর জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে যত উপরে উঠবে ততই সদগতি প্রাপ্ত হবে। ভক্তরাও প্রথমে অব্যভিচারী হয় । পরে ব্যভিচারী হয়ে একেবারে অন্ধ শ্রদ্ধায় চলে যায়। কিছুই বোঝেনা। গায়নও করে আমরা ঘোর অন্ধকারে আছি। সদগুরু বিনে ঘোর অন্ধকার । গুরু তো এখানে অনেক আছে, এবারে প্রকৃত সত্য গুরু কে ? সাধু সন্ত মহাত্মা ভক্ত ইত্যাদি সবাই সাধনা করে অথবা স্মরণ করে। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ পাঠ করেও বলে ভগবান যখন আসবেন তখন তিনি আমাদের সদগতি করবেন। সদগতি দাতাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছ। পতিত-পাবন বাবাকে জানো এবং ওঁনাকেই স্মরণ কর। যে বাচ্চা বাবাকে যত স্মরণ করে এবং জ্ঞান ধারণ করে ততই তার অজ্ঞানের অন্ধকার বিনাশ হয়ে যায়। আলোর জগতে একমাত্র বাবা-ই নিয়ে যান। তবেই বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু প্রদান করেন .... কোনো কাজল বা সুরমা নয়। এ হল জ্ঞানের কথা। জ্ঞানের সঙ্গে যোগও আছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিযোগ যুক্ত হয়েছে - নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। আর কোনো মানুষ মাত্রের সর্বশক্তিমান পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ নেই। তোমাদেরও বাবার সঙ্গে, মুক্তি এবং জীবনমুক্তি ধামের সঙ্গে যোগ করতে হয়। মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্যে দৈবী ম্যানার্স চাই। এই সময় সবার ম্যানার্স হল অসুরী। পরম পিতা পরমাত্মার গুণ গায়ন করা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর । ফর এভার অর্থাৎ অন্তহীন। ওঁনার এই পদ মর্যাদা হল অবিনাশী। আর কোনো মানুষের অবিনাশী পদ হতে পারেনা। যদিও তোমরা এখন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হও, কিন্তু তোমরা হলে লিমিটেড অর্থাৎ সীমাবদ্ধ । বাবা বলেন - আমি হলাম আনলিমিটেড বা অনন্ত। তোমাদের আনলিমিটেড করতে পারিনা। তা নাহলে খেলাটা চলবে কিভাবে। তোমরা অন্তহীন, ফরএভার হতে পার না, তোমরা ২১ জন্মের জন্যে পরিণত হও।

২১ বংশ গায়নে আছে। তোমরা ফরএভার হও – এরকম নিয়ম নেই। আমি–ই হই এভার পিওর। বাস করি পরমধামে। আমার কাছে জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদি তো আছেই। তোমরা ভুলে যাও। অতএব এই সময় বাবা এসে বাচ্চাদের ঘোর অন্ধকার থেকে বাইরে বের করে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। আর কেউ এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি, আমি পিতা আমাকে স্মরণ কর। যদিও সন্ন্যাসী নিজেকে পরমাত্মাও বলে থাকে কিন্তু এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি। এখন আমায় স্মরণ কর । এই মহাবাক্য গুলি কেউ নকল করতে পারেনা।

বাবা বলেন আমি আসি তোমাদের রাজার রাজা করতে। এখন তারাই পরিণত হবে যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছিল। তোমরা জানো অনেক বাচ্চারা পবিত্র হয়। অনেকে অশুদ্ধ অপরিষ্কারও হয়ে যায়। বাবা এসে অপরিষ্কার ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। আত্মা–ই ময়লা হয়। আত্মাদের বোঝান হয় তোমাদের মায়া ময়লা করে দিয়েছে। একটি জন্মের কথা নয়। জন্ম জন্মান্তরের কথা । এখন বাবা এসে আত্মাকে পরিষ্কার হওয়ার লক্ষ্য রূপী সোপ বা সাবান প্রদান করেন , বলেন আমায় স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা যে নিস্তেজ হয়েছে সে যোগের দ্বারা জাগ্রত হবে। স্মরণ করিয়ে দেন তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, মায়া ময়লা করে দিয়েছে। এখন তোমাদের স্বর্গের মালিক করতে এসেছি। আমি এই ব্রহ্মা দেহের সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করি। আত্মাকে বলেন – দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো তাহলে আত্মা পরিষ্কার হবে। তখন ভবিষ্যতে তোমরা শরীরও নতুন পাবে, তত্ব ইত্যাদিও সতোপ্রধান থাকবে । বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। আমায় স্মরণ করো তাহলে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে। এই পুরানো দুনিয়ায় নতুন কিছু তৈরি করলে নতুন নাম দেওয়া হয়। যেমন নতুন দিল্লি বলা হয় কিন্তু দুনিয়াটা তো পুরানো তাইনা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো দুনিয়া থেকে একেবারে সরে যাওয়া উচিত। আত্মারা তোমাদের এখন সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্তের মতি হবে গতি । মানুষ তো অনেককেই স্মরণ করে – কেউ গুরুকে কেউ কৃষ্ণকে। কিন্তু জানেনা যে কৃষ্ণ কোথায় ? এই কথাও জানেনা যে পুনর্জন্ম সবাইকে অবশ্যই নিতে হবে। এই নিয়ম সৃষ্টির আরম্ভ থেকে চলছে। সত্যযুগ আদিকালে দেবী দেবতা ছিলেন সুতরাং পুনর্জন্ম তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ফার্স্ট পবিত্র মানব। ওঁনার মহিমা বেশি। লক্ষ্মী নারায়ণের এত নেই কারণ বাচ্চারা পবিত্র সতোপ্রধান হয়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে কৃষ্ণ পুরী কোথায়। বৈকুন্ঠ নাম বলে কিন্তু সত্যযুগের বিষয়ে কেউ জানেনা। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সেই নাম রূপ অন্য জন্মে হবেনা। কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলেন। তোমরা জানো এই জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা সেখানে গিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ হন। সত্যযুগকে কৃষ্ণ পুরী বলা হয়। এখন হল কংস পুরী। এই সব অসুরী নাম। সেখানে হয় দৈবী সম্প্রদায়, এইখানে আছে অসুরী সম্প্রদায়। এই নামটি শুধু গীতায় লেখা আছে অন্য কোনও শাস্ত্রে হতে পারেনা। বাবা বসে সঙ্গমে বোঝান । বাবা হলেন রচয়িতা, ওঁনাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। তোমরা গায়ন কর – বাবা আপনি হলেন পতিত পাবন, এই পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করুন। পবিত্র সৃষ্টির রচনা করে পতিত দুনিয়ার বিনাশ করুন। যথাযথভাবে ব্রহ্মা দ্বারা পবিত্র সৃষ্টির রচনা করেন এবং তারপরে শঙ্কর দ্বারা পতিত সৃষ্টির বিনাশ হয়। এইসব কথা আর কেউ জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। তোমরা দেখ যে ময়লা কাপড় এমন ভাবে ধোওয়া হয় যে অনেক কাপড় ছিঁড়ে যায়। অজামিল সম এত পাপী আছে যে তারা পরিষ্কার হয়না। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান – বাচ্চারা অতি প্রিয় বাবা এবং অতি প্রিয় সুখধামকে স্মরণ কর। এইটি হল অতি

দুঃখধাম। সবাই হাহাকার করছে। একে অপরকে আঘাত করছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ভগবান রক্ষা করুন। বাবা তো হলেন লিব্রেটর । তোমরা জানো বাবা এসেছেন বিশেষ বাচ্চাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের জন্যে এবং সাধারণ ভাবে সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যেতে। তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর অনুযায়ী এই নেশা আছে। এই পড়াশোনা কিছু কম নয়। পড়ানো হয় কাদের ! অজামিল সম পাপ আত্মাদের স্বর্গের মালিক করেন। বাচ্চাদের বার বার বোঝান হয় যে তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । মুখ্য উদ্দেশ্যটি তো বুদ্ধিতে আছে।

এই পবিত্রতার ম্যানার্স আর কেউ বলেনা। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করান। তোমাদের ঘর সংসার ত্যাগ করতে হবেনা। বরং পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ করতে হবে। ঐ হল হদের সন্ন্যাস, এই হল বেহদের সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের সম্মান করা হয়। এখানে কোনও সন্ন্যাসী এলে বলা হয় প্রথমে ড্রেস পরিবর্তন কর। স্ত্রীকে জ্ঞান শোনাও। অনেকে এসে তোমাদের চরণে মাথা নোয়াবে। মাতাদের ছাড়া তাদের উদ্ধার সম্ভব নয় । কারণ তোমরাই নলেজ প্রদান কর । যদিও চরণে মাথা নোয়ানোর কোনো কথা নেই। কেউ নমস্কার বা রাম-রাম বললে জবাব তো দিতেই হয় । বাবাও বলেন - বাচ্চারা, নমস্কার। আমি তোমাদের নিজের চেয়েও উচ্চ স্থিতি প্রদান করি। তোমাদের - ব্রহ্মান্ড ও সৃষ্টি দুয়েরই মালিক করি এবং আমি বানপ্রস্থে চলে যাই। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারেও চলতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে হবে। যেমন রাম ও রাবণের চিত্র দেখানো হয়। কৃষ্ণেরও চিত্র আছে , নরককে লাথি মারছে। স্বর্গের গোলক হাতে আছে। বাবা খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু খুব কম-জন এই ব্যবসা করে থাকে। বাবাকে তন-মন-ধন প্রদান করে নতুন প্রাপ্ত করে। এইটি হল ফার্স্টক্লাস ইনসিওরেন্স। বাবা বলেন তোমরা আত্মাকে পবিত্র করলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত করবে। তখন স্বর্গে রাজত্ব করবে তাই তো এঁনাকে সওদাগর এবং জাদুকরও বলা হয়। পতিতকে পবিত্র করা - এই হল ঈশ্বরীয় জাদু । বাবা বলেন নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাও। কেমন ফার্স্টক্লাস জাদু, এতে প্রাপ্তির ভাগ বেশি। বাবা বলেন রাজার রাজা হও, ফলো ফাদার করো। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা হলেন অধরকুমার। মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা সুতরাং ফলো করতে হবে। তোমরা বলবে আমরা হলাম ভাই-বোন, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। যদিও লৌকিকে বোনেরা বর্সা প্রাপ্ত করেনা, ভাইরা প্রাপ্ত করে। এখানে তোমরা সবাই প্রাপ্ত কর কারণ তোমরা সবাই হলে আত্মা। বাবা বলেন তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তখন এই ভাই-বোনের সম্বন্ধ তো মিটে যাবে। সেখানে আছেন বাবা এবং সন্তানের সম্পর্ক তাই বলা হয় "উই আর অল ব্রাদার্স" । ব্রাদারহুড হয়, ফাদারহুড হয়না। সর্বব্যাপীর এই জ্ঞান তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, কেউ যোগে বসতে সাহায্য করুক। তোমাদের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। মুরলী শুনে চলতে ফিরতে যোগ করতে হবে। এই হল যাত্রা, আমরা যাচ্ছি। আট ঘন্টা যদিও সার্ভিস করো, তার জন্যে ছুটি দেওয়া হল, বাকি সময়টা দিতে হবে। মুখ্য কথা হল পবিত্রতার। একে অপরকে পতিত করে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী করেছ। এখন ঝাড় তো একেবারেই নষ্ট হয়েছে। বাবা এসে নষ্ট হওয়া ঝাড়কে দৈবী ঝাড়ে পরিবর্তন করেন। এখন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। শিববাবাও কথা বলেন তো ব্রহ্মাও কথা বলেন। কিন্তু তোমরা জানো শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তোমরা হলে সন্তান এবং স্টুডেন্টও হলে তোমরা এবং তোমাদের বাবা গ্যারান্টি করেন ফেরত নিয়ে যাব। এমন গ্যারান্টি আর কেউ করতে পারেনা। তারা তো শুধু নিজের নামের পাশে বড় বড় টাইটেল লাগায়। এখন তোমরা অথরিটি পেয়েছ। তোমরা বোঝাতে পারো যে জগৎগুরু হলেন একজন-ই , তিনি-ই সবার সদগতি করেন। এমন

সুখদাতা বাবাকে কেউ জানেনা। যদি বাবাকে জানবে তাহলে তো সম্পত্তির কথাও জানবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি, এরজন্যে পুরানো দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে , নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে। নিজের সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে।

২) সওদাগর বাবার কাছে প্রকৃত সওদা করতে হবে। তন-মন-ধন সব ইনশিওর করে ফলো ফাদার করতে হবে।

বরদান :- সর্ব খাজানাকে নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে উৎসাহহীনতা বা ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকতে পারা প্রসন্নচিত্ত হও

ব্যাখা: বাপদাদা সব বাচ্চাদের সমান ভাবে সব খাজানা প্রদান করেছেন কিন্তু কেউ সেই প্রাপ্তিটুকু নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করতে না পারায় এবং সময় মত ব্যবহার করতে না পারায় সফলতা দেখতে পায়না ফলে নিজের প্রতি উৎসাহহীন হয়ে পড়ে, তারা ভাবে বোধহয় আমার ভাগ্যটাই এইরকম। তাদের আবার অন্যের ভাগ্য দেখে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। এমন উৎসাহহীনতা বা ঈর্ষার অধিকারী কখনও প্রসন্ন বা খুশীতে থাকতে পারেনা । সদা প্রসন্ন সদা খুশী থাকতে হলে এই দুটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকো।

স্লোগান - বিনা স্বার্থে সত্য প্রকৃত হৃদয় দিয়ে সেবা করে যারা, তারা-ই হয় স্বচ্ছ আত্মা।